দৈনিক
ইত্তেফাক
ঢাকা : সোমবার, ৯ চৈত্র ১৪১৫
MONDAY 23 MARCH 2009

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

'বাঁচার জন্য আবহাওয়া, জলবায়ু ও বিশুদ্ধ বায়ু'

ড. ইয়াসমীন আরা লেখা

বিজ্ঞানের অভাবিত অগ্রযাত্রায় একদিকে পৃথিবী আধুনিকতর হচ্ছে, অন্যদিকে প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের বিপক্ষে যাচ্ছে। এর জন্য যতটা না দায়ী প্রাকৃতিক মেরুকরণ, তার চেয়ে কোন অংশে কম দায়ী নয় মানুষের কর্মকাণ্ড। আর সে কারণেই আগামী দিনগুলোতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করতে আবহাওয়া ও জলবায়ুকে অনুকূলে রাখার বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে। বিশ্বের মানুষকে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে প্রতি বছর ২৩ মার্চ পালিত হয় বিশ্ব আবহাওয়া দিবস, বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৮টি দেশে যথাযোগ্য মর্যাদায়, জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা হিসেবে মর্যাদালাভকারী বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার নেতৃত্ব ও নির্দেশনায়।

এবার বিশ্ব আবহাওয়া দিবসের প্রতিপাদ্য হলো-'বাঁচার জন্য আবহাওয়া, জলবায়ু ও বিশুদ্ধ বায়ু' প্রতিপাদ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় কী পরিমাণ চ্যালেঞ্জের মুখে আছে বিশ্বের মানুষ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এবং তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। আর আমাদের মতো দেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন মহাবিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলবে। জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনের জন্য মূলত: গ্রীণ হাউজ ইফেক্টই দায়ী বিশেষ করে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণজনিত জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি ও বিপদের মধ্যে পড়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মানুষের কর্মকান্ডের কারণে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণ ৭০ শতাংশ বেড়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোর গ্রীণ হাউজ গ্যাস নি:সরণসহ বর্জ্য অব্যবস্থাপনার প্রভাবে উত্তরমেরু অঞ্চলের বরফ গলে সাগরের তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার প্রভাবে আগামী ২৫/৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার এক তৃতীয়াংশ ১৫ থেকে ২০ ফুট পর্যন্ত পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। এর প্রভাবে ২৫ থেকে ৩০ লাখ মানুষ হারাবে তাদের সর্বস্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) ২০০৭ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পৃথিবীর যাবতীয় রোগের ২৪% হয়ে থাকে পরিবেশ দূষণের কারণে। প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় দেড় কোটি মানুষ মারা যাচ্ছে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে সৃষ্ট রোগে। এই বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই সচেতনতা, প্রকৃত জ্ঞান ও যথাযথ পদক্ষেপ।

উন্নত বিশ্বের পরিবেশ দূষণের ক্ষত অবারিতভাবে বহন করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। এর পাশাপাশি

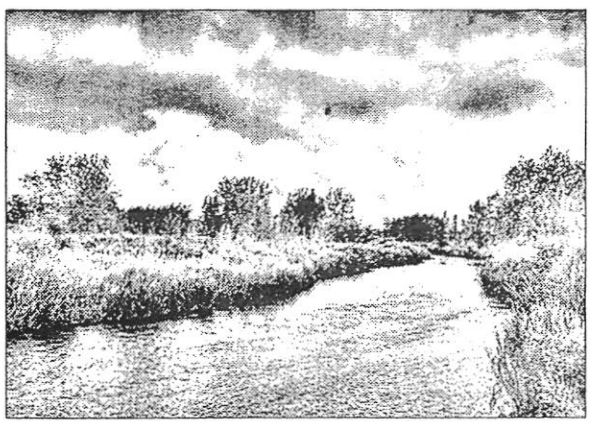

লাগামহীনভাবে গাছপালা কেটে বনভূমি ধ্বংস, নদী ভরাট, নদী দূষণ, ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত উত্তোলনের মাধ্যমে পরিবেশ আরও বৈরী হয়ে উঠছে। এমনিতেই বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় বনভূমি অনেক কম। দেশের আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকার কথা থাকলেও আমাদের বনভূমি মাত্র ৯ থেকে ১০ ভাগ। যার কারণে আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নেই। পাশাপাশি শিল্প কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশনের কোনো পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা না থাকার ফলে নানা ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যাল ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ দূষণ করছে মারাত্মকভাবে।

শিল্প কারখানার বর্জ্য এবং বিষাক্ত কেমিক্যাল ঢাকার চারপাশের ৪টি বড় নদী শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, বালু ও তুরাগের পানিসহ সমগ্র দেশের নদীর পানিকেই বিষাক্ত করে তুলছে। পাশাপাশি নদীগুলো থেকে অপরিকল্পিতভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এসব কারণে নদীগুলো নাব্যতা হারাচ্ছে। পরিবেশ প্রতিকূল পলিথিন ব্যবহারের ফলে মাটি হারাচ্ছে উর্বরতা। এদিকে মাটির নিচের পানি উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। যে কারণে পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। আর এ সবই প্রভাব ফেলছে আবহাওয়ার ওপর। বৈরী আবহাওয়া ও ভারসাম্যহীন জলবায়ুর জন্যে বাংলাদেশকে ভূমিকম্পসহ ভয়াবহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বহন করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে হলে চাই পরিকল্পিত জীবনযাত্রা। জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যে অশনি সংকেত ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে, তা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্যোগ। একই সঙ্গে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মহলের সমন্বিত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পদক্ষেপ। আজ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু ও আবহাওয়ার যে রুদ্ররূপ তার জন্য উন্নত বিশ্বই সবচেয়ে বেশি দায়ী। সুতরাং তারা যাতে দায় এড়াতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক ফোরামকে। এক্ষেত্রে 'সার্ক'-এর ভূমিকা হতে হবে কার্যকর ও শক্তিশালী। উন্নত বিশ্ব যাতে গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎসারণ কমিয়ে আনতে বাধ্য হয় তার জন্য ব্যাপকভাবে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে। গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকার সংবলিত কিয়োটো চুক্তির (প্রটোকল) মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০১২ সালে। এ চুক্তির বিষয়টি মাথায় রেখে পরবর্তীতে কার্যকরী বৈশ্বিক চুক্তি নিয়ে এখনই কাজ শুরু করতে হবে। এছাড়া স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষাক্রমে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে জলবায়ু ও আবহাওয়া যত দ্রুততরভাবে বৈরী হচ্ছে তার চেয়ে দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা নিতে পারলেই কেবল রক্ষা। আর সেজন্য সমন্বিত পরিকল্পনা, বহুমুখী উদ্যোগ ও কার্যকর পদক্ষেপ এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি। একইসঙ্গে আমাদের পানি সংকটের বিষয় মনে রাখতে হবে। সম্প্রতি জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ' জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ পানি আর পাওয়া সম্ভব হবে না।' তাই পানি নিয়ে ভবিষ্যতে সামাজিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে জলবায়ু ও আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতন হওয়ার এখনই সময়। 'বাঁচার জন্য আবহাওয়া, জলবায়ু ও বিশুদ্ধ বায়ু' নিশ্চিত করতে হবে আমাদেরই।

[লেখক : ডীন, শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনির্ভাসিটি।]